দৈনিক সংবাদ

64

তারিখ ... ০৩.১০.১৯৯৯ ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

বিশ্ববিদ্যালয়ে আরেক ধরনের কেলেংকারি

বহুলপ্রচারিত 'সংবাদ'-এর ১২-৯-৯৯ তারিখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক কুৎসাপরায়ণ এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে আচ্ছন্ন শিক্ষকের অপসারণ সংক্রান্ত সম্পাদকীয়টি দেশের বর্তমান শিক্ষাঙ্গনে সংকটের উপর অত্যন্ত সময়োচিত এবং গঠনমূলক মন্তব্য হয়েছে। শিক্ষকদের মধ্যে বিরাজিত নানাবিধ নীতিবিগর্হিত প্রবণতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান অধঃপতনের অন্যতম কারণ। আমরা ভুক্তভোগী নিরুপায় অভিভাবক সমাজ মনে করি দেশব্যাপী নৈতিক শুদ্ধতা রক্ষার দুরূহ কঠিন দায়িত্ব আপনার দৈনিকের মতো গুটিকয় সংবাদপত্র বিরল নিষ্ঠার সথে দিনের পর দিন পালন করে যাচ্ছেন। আমরা চাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য হুমকি স্বরূপ যেসব অনৈতিক কাজ কতিপয় শিক্ষক গোপনে, অত্যন্ত সুচতুর কৌশলে করে যাচ্ছে, আপনাদের সাহসী ও বস্তুনিষ্ঠ তদন্তের মাধ্যমে তা উদঘাটিত হোক। এরকম একটা সমস্যা আজ এখানে উথাপন করছি।

এমন অনেক শিক্ষক আছেন যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদোন্নতির বিধি মোতাবেক যে যোগ্যতা থাকা দরকার তা ব্যতিরেকে পদোন্নতি পেয়ে আর্থিক সুবিধাদি বছরের পর বছর ভোগ করে যাচ্ছেন এবং এই জাতীয় আর্থিক মুনাফা লাভের ব্যাপারে তাদের বিবেকের কোন প্রকার দায় নেই। যেমন যে ক'টি গবেষণামূলক প্রকাশনা দেশে এবং বিদেশে স্বীকৃত গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশ করার কথা তা না করে কেবলমাত্র প্রবন্ধের শিরোনাম জমা দিয়ে এবং কখনো বা শুধুমাত্র বইয়ের মলাট ছেপে কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করে, পরবর্তীকালে সেই প্রবন্ধ বা বই আর কখনো না লিখে এবং প্রকাশ না করে প্রফেসর বা অন্যান্য পদে আসীন হয়েছেন। আমাদের দাবি এ যাবৎ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পদোন্নতির ক্ষেত্রে এরকম যত অনিয়ম এবং দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে তা তদন্ত করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই জাতীয় অন্যায় সুবিধাবোগী দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই সাথে মাননীয়া চ্যান্সেলর সমীপে বিনীত অনুরোধ জানাই, তিনি যেন এ বিষয়ে সুষ্ঠু তদন্ত ও পদক্ষেপের জন্য তার কার্যালয়ের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করে শিক্ষাঙ্গনের নৈতিকতার মান সমুন্নত রাখেন। আমরা বিশ্বাস করি, নৈতিকতা ও সুশিক্ষা অবিচ্ছেদ্য বিষয়। যে শিক্ষক সম্প্রদায়কে নৈতিক মূল্যবোধের ধারক-বাহক হিসেবে আমরা বিবেচনা করি তারা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি লংঘন করে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছাড়াই পদোন্নতির সুবিধালিপ্সু হয়ে পড়েন তা হলে তো চরম সর্বনাশ!

আবদুর রাহমান মিয়া
৩৪, ডেবার পাড়,
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।